অর্থনীতিতে স্থবিরতা, দেশে বাড়ছে বেকার মানুষের সংখ্যা



সংগৃহীত ছবি

দেশের অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য কমে যাওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও অনেক তরুণ এখন বেকার জীবনে হতাশ। উৎপাদন ও রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতির দুই প্রধান খাত— তৈরি পোশাক শিল্প ও রেমিট্যান্স— উভয়ই নানা সংকটে ভুগছে। ফলস্বরূপ, কর্মসংস্থানের প্রবাহও থমকে গেছে।

অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তারা বলছেন, উৎপাদন ব্যবস্থায় গতি ফিরিয়ে আনতে হলে অনিশ্চয়তা দূর করা জরুরি। পাশাপাশি, নতুন শিল্পখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

দেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই খাতেও কমেছে উৎপাদন ও রপ্তানি— বন্ধ হয়ে গেছে শতাধিক কারখানা, কর্মহীন হয়েছেন লক্ষাধিক শ্রমিক। নতুন কিছু কারখানা চালু হলেও সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, ফলে সামগ্রিকভাবে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জানান, “প্রায় ১০০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন চালু হয়েছে মাত্র ৩০টি। ফলে এত সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।”

অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান মনে করেন, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির দুই প্রধান স্তম্ভ হলো তৈরি পোশাক শিল্প ও রেমিট্যান্স। কিন্তু এই দুই খাতই সস্তা শ্রমনির্ভর, যা এখন আর টেকসই নয়। তার মতে, “নতুন প্রবৃদ্ধির উৎস খুঁজে বের করা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করাই হবে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।”

তিনি আরও বলেন, “দক্ষতা উন্নয়নে নানা প্রকল্প থাকলেও বাস্তবে তা কর্মসংস্থানে রূপ নিচ্ছে না। বেকারত্ব কমানো কোনো স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার বিষয় নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের ফল।”

বর্তমানে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা স্পষ্ট। অনিশ্চয়তার কারণে নতুন বিনিয়োগ থেমে আছে, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারেও গতি নেই। বিশ্লেষকদের মতে, উৎপাদন ও বিনিয়োগে গতি ফিরিয়ে আনতে না পারলে বেকারত্ব আরও বাড়বে এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতাও গভীর হবে।